দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ২৭-১০-২০২৪ (পৃঃ ০৩)

'খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক' সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। গতকাল বাকৃবিতে *–ময়মনসিংহ ব্যুরো*

খাদ্য উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে

–মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

ময়মনসিংহ ব্যুরো : গবাদিপশু ও পোল্ট্রির ফীডে বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে যা বিভিন্নভাবে ফুড চেইনের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। ফসলের জমিতে ক্ষতিকর আগাছানাশক ব্যবহারেও তা খাদ্যে বিষক্রিয়া তৈরি করছে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমাতে হবে।

বিশ্ব ডিম দিবস ও বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে "খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য" বিষয়ক এক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

তিনি আরো বলেন, পোল্ট্রির দাম কমাতে সবচেয়ে বড় বাধা হলো ফিড। এক্ষেত্রে ফিডের নিরাপত্তা আমাদের দেখতে হবে। অনেক জায়গায় মাছ ধরার ক্ষেত্রে জাল দিয়ে না ধরে কিটনাশক বা বিষ প্রয়োগ করে ধরা হচ্ছে যা মানুষের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আমাদের শুধু খাদ্যের নিরাপত্তার কথা মুখে বললেই হবে না, এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হবে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) সৈয়দ নজরুল ইসলাম কনফারেন্স হলে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুডের আয়োজনে ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর সেফ ফুডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. খালেদ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাকৃবির ভিসি অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মি. জাকারিয়া, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরীন। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাকৃবির ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল হাসান শিকদার এবং সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও বাকৃবির মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. কে এইচ এম নাজমুল হুসাইন নাজির।

বাকৃবি ভিসি বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের গবেষণা এবং শিক্ষার মাধ্যমে আমরা টেকসই কৃষি উৎপাদন, নিরাপদ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং খাদ্য সরবরাহের চেইনকে উন্নত করার জন্য কাজ করছি। বিশেষ করে আমাদের ভেটেরিনারি, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য, কৃষি প্রকৌশল এবং কৃষি অর্থনীতি অনুষদগুলো একসাথে মিলে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। ডিম উৎপাদন এবং এর মান উন্নয়নে ভেটেরিনারি এবং পশুপালন অনুষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা আধুনিক প্রযুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এর পুষ্টিগুণ নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
তারিখঃ ২৭-১০-২০২৪ (পৃঃ ১২,০২)

জুমে বাম্পার ফলন

ফাতেমা জান্নাত মুমু, রাঙামাটি

পাহাড়ে হয়েছে জুমের বাম্পার ফলন। শুরু হয়েছে ফসল তোলার কাজ। সবুজ পাহাড়ের বুকজুড়ে এখন নানা জাতের সবজিতে ভরপুর। ফসলের ভাঁজে ভাঁজে দেখা মিলছে সোনা মুখের হাসি। জুম পাহাড়ের ধান আর হরেক রকম মিশ্র ফসল দেখে মুগ্ধ হয়েছে কৃষান-কৃষানিরাও। এর মধ্যে পরিপক্ব হয়েছে ধান ও মিশ্র ফসল। তাই ফসল তুলতে উৎফুল্ল মনে ব্যস্ত সময় পার করছেন জুমিয়ারা। পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়জুড়ে এখন দেখা মিলছে এমন চিত্র।

শুধু কি তাই! গানের তালে মেতেছেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীরাও। গানের সুরে মাতিয়ে তুলছে পাহাড়। আর ফসল তোলার কাজ শেষ করে গানের আসর বসে জুম ঘরের মাচায়। জুমের ফসল দেখে উৎসব করা পার্বত্যাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য।

রাঙামাটি জেলা কৃষি বিভাগ বলছে, পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবিকার প্রধান উৎস জুম চাষ। বাংলাদেশে শুধু রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এ চাষাবাদ করে থাকেন। পাহাড়ের ঢালে বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করা হয় বলে এর নাম 'জুম চাষ'। এবার জুম পাহাড়ে ধান ছাড়াও উৎপাদন হয়েছে- মারফা, বেগুন, ধানি মরিচ, এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

জুমে বাম্পার ফলন

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ঢ্যাঁড়শ, কাঁকরোল, কুমড়াসহ বিভিন্ন মিশ্র ফসল। স্থানীয় জুমচাষি রিতা চাকমা জানান, জুমে বীজ বপনের পাঁচ মাস পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের পর ফসল পাওয়া যায়। জুমে শুধু ধান নয়, চাষ হয় মিশ্র ফসলও। ধান, মারফা, মিষ্টি কুমড়া, ভুট্টা, তুলা, তিল, আদা, হলুদ, মরিচ, বেগুন, জুরো আলু, সাবারাং, মারেশ দাদি (ডাটা), পোজি, আমিলে, ওলকচু, সাম্মো কচু, ঢ্যাঁড়শ, কলা, পেঁপে ও যবসহ প্রায় ৩৩টি জাতের ফসল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু এবার অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে বন্যা আর পাহাড় ধসে। বেশি লাভ না হলেও বছর পাড় করা যাবে।